সাতদিন

১৪ নবেম্বর : জেএমবির জঙ্গি হামলায় ঝালকাঠিতে দুই বিচারক নিহত। হামলাকারী মামুন নাটকীয়ভাবে গ্রেপ্তার হল।

চুয়াডাঙ্গার দুই বাজারে শক্তিশালী ৬টি বোমা বিস্ফোরণ হলে জনমনে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

আগামী ফেব্রুয়ারি থেকে পিএসসির অধীনে বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে ৭৯ হাজার আবেদন। পরীক্ষা হবে ২৫ ও ২৬ নবেম্বর।

১৫ নবেম্বর : ঝালকাঠিতে মাদ্রাসা অধ্যক্ষসহ ১১ জন আটক। আধাবেলা হরতাল আহ্বান। সারা দেশে বিচারকগণ নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। গানম্যান পেলেন ৭৭ বিচারপতি।

তিউনিসে তথ্য সমাজ সম্মেলন শুরু। নিরাপত্তায় ঢাকাকে হার মানিয়েছে।

১৬ নবেম্বর : পাইকগাছায় ইউএনওর কার্যালয় ও জাহাঙ্গীরনগর থেকে ৪ বোমা উদ্ধার।

সারা দেশে আবারও ডেঙ্গু জ্বরের প্রকোপ। মশক নিধনে সিটি কর্পোরেশনের কোনোই উদ্যোগ নেই।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগে বাণিজ্যিক নৈশ কোর্স চালু করার প্রতিবাদে ছাত্রছাত্রীদের বিক্ষোভ প্রদর্শন।

১৭ নবেম্বর : বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মীর নাছিরের বিদায়। হজযাত্রী পরিবহনে সংকটই পদত্যাগের কারণ।

শফিউল আলম প্রধানসহ ৬ নেতা জাতীয় পার্টি থেকে পদত্যাগ করায় ভাঙনের মুখে পড়েছে এরশাদের নেতৃত্বাধিন জাতীয় পার্টি।

রানীশংকৈলে পুলিশের তালিকাভুক্ত ৯ জেএমবি সদস্য গ্রেপ্তার এড়াতে বিএনপিতে যোগদান করল।

ফরিদপুরে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিক গৌতম নিহত হয়।

১৮ নবেম্বর : ২৭তম বিসিএস পরীক্ষার প্রিলিমিনারি প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ।

শায়খ আব্দুর রহমানের জামাতা আউয়াল গ্রেপ্তার।

শিক্ষক সমিতির গোলটেবিল বৈঠকে একমুখী শিক্ষা প্রতিরোধে কর্মসূচি দেওয়ার প্রস্তাব গ্রহণ।

১৯ নবেম্বর : আওয়ামী লীগ আমলে ৭২০ কোটি টাকায় রাশিয়া থেকে কেনা ৮টি যুদ্ধ বিমান অবশেষে ব্যবহার করতে সম্মত হয়েছে সরকার। সেই সঙ্গে রাশিয়ার সঙ্গেও সমঝোতা হল।

জঙ্গিনেতা শায়খ আব্দুর রহমান ঢাকায়, সন্ধান পেয়েও ধরতে পারেনি র‍্যাব। বনশ্রীতে ব্যাপক অভিযান চালানো হয়।

২০ নবেম্বর : ২২ তারিখের মহাসমাবেশ পন্ড করতে সরকার সমর্থক পরিবহন শ্রমিকদের দিয়ে ধর্মঘট আহবানের পরিকল্পনা চলছে।

সচিবালয়ে প্রবেশে কড়াকড়ি, মন্ত্রী-সচিবদেরও পরিচয়পত্র দেখাতে হবে।

ফরিদপুরের সাংবাদিক গৌতম হত্যাকান্ডে জড়িত ৬ জনের মধ্যে মাত্র ২ জন গ্রেপ্তার হয়েছে।

পরিবহন ধর্মঘট না মহাসমাবেশ বানচালের ফন্দি!

মঈন শামীম

বলা নেই কওয়া নেই, পরিবহন ধর্মঘট। রাজধানী অভিমুখী মানুষের দুর্ভোগের সীমা নেই। উত্তরাঞ্চলের পরিবহন শ্রমিক নেতা মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তারের অজুহাতে সরকার সমর্থক পরিবহন শ্রমিক নেতা হাবিবুর রহমান খান এ ধর্মঘটের ডাক দেয়। সমর্থন যোগায় সরকার সমর্থক অপর দুটি পরিবহন শ্রমিক-মালিক সংগঠন। কিন্তু শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি ও কার্যকরী সভাপতি এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত নয়। মূলত ২২ নবেম্বর ১৪ দলের মহাসমাবেশ বানচালের জন্যই এ ধর্মঘট।

রোবার বিকেলে তড়িঘড়ি করে শ্রমিক ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান খানের ইস্কাটনস্থ বাসায় বিএনপিপন্থি নেতাদের ডেকে এ ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। হাবিবুর রহমান এনজিও বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী লুৎফর রহমান খান আজাদের বাবা।

শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি সাংসদ শাজাহান খান ধর্মঘটের বিপক্ষে। তিনি বলেন, মুজিবুর রহমানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ ফেডারেশন নিয়মতান্ত্রিকভাবে জানাচ্ছে। কিন্তু সরকারের সঙ্গে যোগসাজশ করে একটি দালাল গোষ্ঠী আচমকা এ ধর্মঘট ডেকেছে। আসলে এ ধর্মঘট হলো ২২ নবেম্বর মহাসমাবেশ পন্ড করার নানামুখী ষড়যন্ত্রের একটি। জানা গেছে, হাওয়া ভবন-ঘনিষ্ঠ একজন তরুণ নেতাকে দিয়ে অতিদ্রুত এ ধর্মঘটের কার্যক্রম চালানো হয়। শ্রমিক ফেডারেশন নেতা হাবিবুর রহমান খান ছিলেন টাঙ্গাইলে। তাকে দ্রুত ঢাকায় ডেকে আনা হয়। সরকারের শীর্ষমহলের এ ষড়যন্ত্রে পরিবহন শ্রমিক মালিকরা একমত না হলেও তাদের মানতে বাধ্য করা হচ্ছে।

শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি সাংসদ শাজাহান খান ধর্মঘটের বিপক্ষে। তিনি বলেন, মুজিবুর রহমানের গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ ফেডারেশন নিয়মতান্ত্রিকভাবে জানাচ্ছে। কিন্তু সরকারের সঙ্গে যোগসাজশ করে একটি দালাল গোষ্ঠী আচমকা এ ধর্মঘট ডেকেছে। আসলে এ ধর্মঘট হলো ২২ নবেম্বর মহাসমাবেশ পন্ড করার নানামুখী ষড়যন্ত্রের একটি...

অনেকেই মনে করছেন, ১৭ সেপ্টেম্বর দায়েরকৃত তিনটি মামলায় পরিকল্পিতভাবে মহাসমাবেশের ঠিক আগ মুহূর্তে মুজিবুরকে গ্রেপ্তার করে পরিবহন ধর্মঘটের অজুহাত দাঁড় করানো হয়।

কী বিচিত্র সেলুকাস! সরকারি দল রাজনৈতিকভাবে মহাসমাবেশ মোকাবেলা না করে মেতেছে ভিন্ন খেলায়। আর জনগণকেই তার খেসারত দিতে হচ্ছে। এ কেমন আচরণ!